

চথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগ: চথ্য অধিকার ডিফেন্ডারদের অভিজ্ঞতা ও সফলতার গল্প



National Endowment
for Democracy
Supporting freedom around the world



স্থ্য অধিকার আইনের প্রয়োগ: স্থ্য অধিকার ডিফেন্ডেন্সের অভিজ্ঞতা ও সফলতার গল্প



National Endowment
for Democracy
Supporting freedom around the world



RESEARCH
INITIATIVES
BANGLADESH

প্রকাশনা জুলাই ২০২১

যোগাযোগ

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ, বাড়ী নং-৭, (কাজলী)
রোড-১৭, ব্লক-সি, বনানী, ঢাকা-১২০১৩
+৮৮০-২-২২২২৭৪০৫১-২,
Web:www.rib-bangladesh.org,
www.rib-rtibangladesh.org,
www.rib-kajolimodel.org,

Disclaimer

(এই প্রকাশনাটি National Endowment for Democracy (NED)-এর আর্থিক সহযোগিতায় প্রস্তুত করা হয়েছে। এই প্রকাশনার বিষয়বস্তু সংক্রান্ত দায়ভার সম্পূর্ণরূপে প্রকাশকের এবং এটি কোনো অবস্থাতেই National Endowment for Democracy (NED)-এর মতামতের প্রতিফলন হিসেবে গৃহীত হবে না)।

তথ্য অধিকার আইন বাংলাদেশে প্রণয়নের পর দেশের শাসন ব্যবস্থায় পদ্ধতিগত পরিবর্তন আসার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এই দেশে এতোগুলো আইনের মধ্যে এটি একমাত্র আইন যার দ্বারা জনগণ রাষ্ট্র পরিচালনায় মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে, এই আইন ব্যবহার করে সরকারী কাজে তদারকি করা সহ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার পরিবেশ তৈরি করা সম্ভব হতে পারে।

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ (রিইব) বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিয়ে থাকে। মূলত গবেষণামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে রিইব এর প্রচেষ্টা থাকে কিভাবে এই আইনটা শুধু প্রাতিক জনগোষ্ঠী না বরং সমাজের প্রতিটা স্তরের জনগণের মাঝে এই আইন এর প্রচার সম্ভব হতে পারে যেন প্রতিটা স্তরের জনগণ এই আইনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে এর সুষ্ঠ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারে।

এই আইনের ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকার ও জনগণের মধ্যে সুসম্পর্ক তৈরি ও প্রত্যেক স্তরের জনগণ যেন তাদের নাগরিক দায়িত্ব পালনে আরো সোচার হয় এই লক্ষ্যে রিইব, বিদেশী সংস্থা National Endowment for democracy (NED) এর আর্থিক সহায়তায় ঢাকা ও দিনাজপুরে একটি গবেষণার কাজ শুরু করে। রিইব এর এই কার্যক্রমে ঢাকা থেকে বিভিন্ন সংগঠন ও দিনাজপুরের স্থানীয় লোকজন যুক্ত হয়েছিলেন তারা সমাজের বিভিন্ন বিষয় ও সমস্যা গুলোর উপর সরকারের নজরদারী বাড়ানো এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার পরিবেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করেছেন।

রিইব এর এই কাজে যারা যুক্ত হয়েছিলেন সেই স্টেকহোল্ডার/আরটিআই ডিফেন্ডারগণ তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের ফলে যে অভিজ্ঞতা গুলো অর্জন করেছেন, তাদের ব্যবহারের ফলে যে পরিবর্তন গুলো এসেছে, কর্ম এলাকার সেই অভিজ্ঞতা গুলোকে একত্রিত করে রিইব এর এই প্রকাশনাটি সম্পাদিত হয়েছে। আমরা আশাবাদী যে এই প্রকাশনায় যে কেস স্টাডি গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেগুলো পড়ে জনগণ তথ্য অধিকার আইনের ব্যাপারে আরো স্বচ্ছ ধারণা ধারণ করবেন ও উদ্বৃদ্ধ হবেন যার ফলে আইনটির ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে।

শ্বেচ্ছায় তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের জন্য অনেক সরকারী ও বেসরকারী কর্তৃপক্ষ তাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তথ্য প্রকাশ করা শুরু করলেও রংপুরের তারাগঞ্জ উপজেলার ৫ নং সংস্থার ইউনিয়ন পরিষদের কোন ওয়েবসাইট ছিলো না। তারাগঞ্জ উপজেলার তথ্য অধিকার কর্মী ও সাংবাদিক মিমিনুল সরকার উক্ত উপজেলার ৫ নং সংস্থার ইউনিয়ন পরিষদের সচিব বরাবর তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। সেখানে মিমিনুল সরকার জানতে চান ২০২০-২১ সালের অডিট ও মনিটরিং রিপোর্ট এবং বিভিন্ন সেবার ওয়ার্ড ভিত্তিক বন্টন নীতিমালা পেতে চাই। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাঞ্চিত তথ্য না পেয়ে তিনি আপিল কর্তৃপক্ষ বরাবর আপীল আবেদন করেন। সেখানেও তথ্য না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের শুনানীতে কমিশন ইউনিয়ন পরিষদের সচিবকে তিরক্ষার করেন এবং ইউনিয়ন পরিষদের ওয়েবসাইট চালু করে সকল তথ্য (অডিট ও মনিটরিং রিপোর্ট এবং বন্টন নীতিমালা ইত্যাদি) ওয়েবসাইটে আপলোড করে মিমিনুল সরকারকে জানানোর জন্য নির্দেশনা দেন। কিন্তু শুনানীর সাত দিন পর ওয়েবসাইট না খুলে ইউপি সচিব অডিট, মনিটরিং রিপোর্ট ও বন্টন নীতিমালার কপি সরাসরি ডাকযোগে মিমিনুল সরকারকে পাঠিয়ে দেন। এরপর মিমিনুল সরকার আবার ঐ সচিবের কাছে তথ্য কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক ৫ নং সংস্থার ইউনিয়ন পরিষদের ওয়েবসাইট খুলে ঠিকানা সম্পর্কিত তথ্য মিমিনুল সরকারকে দেন। কিন্তু সেই ওয়েবসাইটে কোন তথ্য আপলোড করা হয়নি। এরপর মিমিনুল সরকার পুনরায় তথ্য কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক ৫ নং সংস্থার ইউনিয়ন পরিষদের ওয়েবসাইটে কি কি তথ্য কোন তারিখে আপলোড করা হয়েছে জানতে চেয়ে তথ্য আবেদন করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এভাবে তথ্য কমিশনের নির্দেশনা বাস্তবায়ন এবং রাষ্ট্রীর উন্নয়নে জনগণ কাজ করছে যাতে সেবা প্রদানের সিস্টেমে পরিবর্তন আসে। মিমিনুল সরকার আরো বলেন আরটিআই করতে জানলে এবং লেগে থাকলে পরিবর্তন আনা সম্ভব। সত্যিই তাই আরটিআই করলেই হবে না আরটিআই এর সঠিক ব্যবহার জানতে হবে এবং এটাকে ধারন করতে হবে তবেই পরিবর্তন সম্ভব।

**তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে প্রায় দশ বছর পর্যন্তে পুনরায়
দাকুরীতে যোগদানের নির্দেশনা পেলেন (নন-এমপিওভৃত)
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক**

প্রায় দশ বছর আগে দিনাজপুরের নবাবগঞ্জ উপজেলার দাউদকান্দি (নন-এমপিওভৃত) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জয়নাল আবেদীনকে পারিবারিক শক্রতার জেবে সাসপেন্ড করা হয়। এরপর এই দীর্ঘ সময় তাকে স্কুলে যোগদান করতে দেওয়া হয়নি। উপজেলা শিক্ষা অফিসারসহ বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন জনের কাছে গিয়েছেন তিনি কিন্তু কোন কাজ হয়নি। এরপর তিনি চকুরির আশা ছেড়ে বিড়ি-সিগারেট ফ্যাট্টোরিতে কাজ করে কোন মতে জীবিকা নির্বাহ করেন। এরই মধ্যে বিদ্যালয়টি এমপিওভৃত হয়, কিন্তু জয়নাল আবেদীন অনুপস্থিত ও সাসপেন্ড থাকায় তার বেতন এমপিওভৃত হয়নি। এরপর ২০২০ সালে জয়নাল আবেদীন তথ্য অধিকার কর্মী দলে যোগ দিয়ে তাকে কেন সাসপেন্ড করা হল ইত্যাদি বিষয়ের উপর ধারাবাহিক ভাবে ২০২১ পর্যন্ত স্কুল ম্যানেজিং কমিটি বরাবর, প্রধান শিক্ষক বরাবর, উপজেলা শিক্ষা অফিসার বরাবর, জেলা শিক্ষা অফিসার এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রনালয় বরাবর তথ্য চেয়ে আবেদন করতে থাকেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তথ্য না পেয়ে আইনানুসারে আপীল আবেদন ও অভিযোগ দায়ের করেন। শিক্ষা মন্ত্রনালয়ে আবেদন ও আপীল করার পরই বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রনালয় কর্তৃপক্ষের নজরে আসে এবং দ্রুত তার সাসপেনশন তুলে নিয়ে কাজে যোগদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। জয়নাল আবেদীন গত ২৩ আগস্ট, ২০২১ তারিখে স্কুলে যোগদান করেন। ঐ দিন যোগদান করতে স্কুলে গেলে প্রধান শিক্ষক জয়নাল আবেদীন কে তাড়িয়ে দেন এবং বলেন আর কোনদিন স্কুলে আসবেন না। জয়নাল আবেদীন এই ঘটনা তাৎক্ষনিকভাবে উপজেলা শিক্ষা অফিসে জানান, ফলে শিক্ষা অফিসার প্রধান শিক্ষককে বলেন এরপর যদি আপনি এমন ব্যবহার করেন তাহলে আপনার চাকুরী থাকবে না। শিক্ষা অফিসার আরোও বলেন, সচিব মহোদয় এই বিষয়টি জেনে গেছেন এবং তিনি জয়নাল আবেদীনকে চাকুরীতে পুনরায় যোগদানের ব্যবস্থা করতে নির্দেশনা প্রদান করেছেন। তথ্য অধিকার চর্চা জয়নাল আবেদীনের জীবনে অনেক বড় পরিবর্তন এনে দিয়েছে, এক কথায় তার জীবন ও জীবিকা বদলে দিয়েছে। জয়নাল আবেদীন তথ্য অধিকার কর্মী দলেন কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং সকলকে তথ্য অধিকার চর্চার আহ্বন জানান।

পরিবেশ ও প্রতিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষনে বনভূমির গুরুত্ব অসীম। কিন্তু বর্তমান সময়ে বনভূমি রক্ষা বেশ কঠিন হয়ে পড়েছে। মানুষ সুযোগ পেলেই বন কেটে উজাড় করে ফেলছে। রংপুরের তারাগঞ্জ উপজেলার ৫ নং সয়ার ইউনিয়ন পরিষদে ভূমি কর্মকর্তার যোগসাজে সরকারী খাস জমিতে লাগানো গাছ কেটে বিক্রয় করা হচ্ছে। এ অবস্থা চোখে পড়লে তথ্য অধিকার কর্মী ও সাংবাদিক মিমিনুল সরকার উক্ত ইউনিয়ন পরিষদে এই গাছ কাটার বিষয়ে জানতে চেয়ে তথ্য আবেদন করেন। আবেদন পেয়ে ভূমি কর্মকর্তা জবাব দেন, গাছগুলো যে কেটেছেন তার লাগানো এবং তার সীমানায় ছিল। এরপর মিমিনুল সরকার আবার তথ্য চেয়ে আবেদন করেন- যে জমির গাছ কাটা হয়েছে সেই জমির কাগজপত্রসহ সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত তথ্য পেতে চাই। এই আবেদন পেয়ে ভূমি কর্মকর্তা বাধ্য হয়ে জমি মাপার ব্যবস্থা করেন। ভূমি মাপার পর গাছগুলো সরকারী জমির সীমানায় ছিল প্রমাণীত হয়। এরপর তারা সীমানা নির্ধারণ করেন। এই তথ্য সংযুক্ত করে মিমিনুল সরকার উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে পুনরায় তথ্য আবেদন করেন - যে গাছগুলো কাটা হয়েছে তার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এই আবেদন পাওয়ার পর ইউএনও তাৎক্ষণিক ভাবে কাটা যাওয়া গাছগুলো ফেরত নিয়ে আসার নির্দেশ দেন এবং তা বিক্রয় করে টাকা সরকারী কোষাগারে জমা করতে বলেন। এরপর তারাগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মিমিনুল সরকারকে বলেন-তথ্য অধিকার আইন ও আপনি আমাকে অনেক কিছু শেখালেন।

তথ্য অধিকার আইন ব্যবস্থাপ্রের ফলে দিনাজপুরে
 বিদ্যালয়গুলোতে কল্পনাকালীন ভর্তি ফি মেয়ার অনিয়ম ধরা
 পড়ল এবং বাড়ি ফি মেয়া বন্ধ সংক্রান্ত জরুরি নির্দেশনা
 প্রদান করলো ডিসি অফিস

করোনা মহামারী চলাকালীন সময়ে বিদ্যালয়গুলোতে অতিরিক্ত ফি না নিতে মন্ত্রণালয় থেকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে এবং মহামান্য হাইকোর্ট এর আদেশে বলা হয়েছে এক শ্রেণী হতে অন্য শ্রেণীতে উন্নীত হবার পর আর ভর্তি ফি নেওয়া যাবে না। কিন্তু দিনাজপুরের সব স্কুলগুলো এই নির্দেশ অমান্য করছে এবং ভর্তি ফি হিসেবে বাড়ি ফি নিচ্ছে। মানছে না কোন নিয়ম। দিনাজপুরের সান ফ্রান্সিস্কো স্কুলে প্রতিটি ছাত্রের কাছ থেকে ৪২৬০ টাকা জমা দিয়ে ভর্তির নির্দেশনা দিয়ে নোটিশ বোর্ডে নোটিশ টাঙিয়ে দেয়া হয়। এই প্রেক্ষিতে দিনাজপুরের চিরির বন্দর মহিলা ডিপ্রিজ কলেজের প্রভাষক, নওশাদ হোসেন- ভর্তি ফি সংক্রান্ত মন্ত্রণালয় ও হাইকোর্টের রায় বাস্তবায়নে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং অতিরিক্ত ফি নেওয়ার ব্যাপারে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে জানতে চেয়ে ডিসি মহোদয়ের কাছে তথ্য আবেদন করেন। এছাড়াও তিনি সান ফ্রান্সিস্কো স্কুলের নাম উল্লেখ করে আবেদনের সাথে অতিরিক্ত ফি নেয়ার প্রমান উপস্থাপন/যুক্ত করেন। এই আবেদন পেয়ে ডিসি মহোদয় সেই স্কুলের কাছে তথ্য চেয়ে চিঠি পাঠান। ফলে আবেদন ও ডিসি'র চিঠি পেয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ ৮৬০ টাকা করে ভর্তি ফি নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। স্কুল কর্তৃপক্ষ ২৫০০ ছাত্রের কাছ থেকে ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা নিতো সেটি বন্ধ হয়ে গেলো। এই আবেদনের ফলে নোটিশ বোর্ড হতে ৪২৬০ টাকা ভর্তির ফি'র নোটিশটি সরিয়ে ফেলা হয়েছে। তবে গোপনে যদি কোন অভিভাবকের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা আদায় করা হয় সেটা অভিভাবকের সচেতনতার অভাব। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও মহামান্য হাইকোর্টের রায় কার্যকর করার ক্ষেত্রেও তথ্য অধিকার আইন কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে এটি তার উদাহরণ।

তথ্য আবেদনের ফলে পাল্টে গেলো সরকারী (উর্ধ্বতন)
 কর্মকর্তার ব্যবহার। দুর্ব্যবহার ও মানসিক নির্যাতনের হাত থেকে
 শ্রেষ্ঠ প্রেস ১৩ চি উপজেলার প্রায় ১১০ জন কর্মকর্তা ও
 সচাব সচাব সাধারণ মানুষ

সরকারী অফিসগুলোতে গেলে প্রায় সময় উর্ধ্বতন কর্মকর্তার দুর্ব্যবহারের স্বীকার হতে হয় জনগণকে। এমনকি অফিসের অধস্তন কর্মকর্তারাও অনেক সময় এই দুর্ব্যবহার এর স্বীকার হন। দিনাজপুরের পল্লী দারিদ্র বিমোচন (বিআরডিবি'র) উর্ধ্বতন কর্মকর্তা প্রায় সময় সাধারণ জনগণ ও তার অধস্তন কর্মকর্তাদেরকে বিভিন্নভাবে হেয় করতেন, কাজে অকাজে গালি দিতেন, দুর্ব্যবহার করতেন যা মানবাধিকার লংঘন ও মানসিক নির্যাতনের সামিল। দিনাজপুরের নবাবগঞ্জ উপজেলার জনাব জামাল উদ্দিন এই অবস্থা দেখেন এবং তথ্য অধিকার কর্মী দলে আলোচনা করে দিনাজপুরের পল্লী দারিদ্র বিমোচন (বিআরডিবি'র) উপ-পরিচালক এর কাছে তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। সেখানে তিনি জানতে চেয়েছেন একজন সরকারী উর্ধ্বতন কর্মকর্তা তার অধস্তন কর্মকর্তা ও সাধারণ মানুষের সাথে কেমন আচরণ করতে পারেন, কারো সাথে দুর্ব্যবহার করার বিধান আছে কিনা। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তথ্য না পেয়ে তিনি ঢাকায় ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিআরডিবি বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পর আপীল কর্মকর্তা (বিআরডিবি) F উপ-পরিচালক জনাব জামাল উদ্দিনকে তথ্য প্রদানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। পরবর্তীতে ডিডি লিখিতভাবে তথ্য দেন সেখানে তিনি উল্লেখ করেন যে, কাউকে হেয় করে কথা বলা যাবে না এবং কারোও সাথে দুর্ব্যবহার করার কোন বিধান নাই, সবাইকে সম্মান দিয়ে কথা বলার জন্য বিধানে উল্লেখ আছে। এই তথ্য আবেদন এবং আপীল আবেদন সেই কর্মকর্তার ব্যবহার পাল্টে দিয়েছে দুর্ব্যবহার বন্ধ হয়েছে এবং তার আওতাধীন কর্মকর্তা ও সেবা গ্রহনকারী লোকজন প্রতিনিয়ত হয়রানি ও মানসিক নির্যাতনের হাত থেকে রেহায় পেয়েছেন। এই তথ্য আবেদন সরকারী কর্মকর্তাগণের মধ্যে সচেতনতাবোধ জাগ্রত করেছে এবং জনাব জামাল উদ্দিন কে এই আবেদনের ফলে সকলে বাহ্বা দিয়েছেন।

আলুর বীজ বিতরণ ব্যবস্থায় অনিয়মের কোন শেষ নেই। এক শ্রেণীর ডিলার/দালালচক্র কম মূল্যে আলুর বীজ ক্রয় করে মজুদ করে রাখে এবং বেশি মূল্যে তা কৃষকের কাছে বিক্রয় করে। দিনাজপুর জেলার আনোয়ার হোসেন ও শাহীন রাসেল নামের দুজন ব্যক্তি এ বিষয়ে জানতে চেয়ে বিএডিসি'র উপ-পরিচালক বরাবর তথ্য আবেদন করেন। তারা জানতে চেয়েছেন - দিনাজপুরে কি পরিমাণ আলুর বীজ মজুদ রয়েছে এবং সেগুলো কিভাবে বিতরণ করা হবে। তারা হাতে হাতে তথ্য আবেদন জমা দেন এবং এই আবেদন ফলে জানতে পারেন যে, ডিলারদের মাধ্যমে কৃষকদের মাঝে আলুর বীজ বিতরণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তারা এটিও জানতে পারেন যে, ৯ টাকা কেজি দরে আলু ক্রয় করে মজুদ করা হয়েছে এবং বাজার দর বৃদ্ধির কারণে কোন কারণ ছাড়াই ৪৩ টাকায় বিক্রয় করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আর এই আলুর বীজ ডিলারগণ তা কৃষকের কাছে ৬০-৭০ টাকা কেজি দরে বিক্রয় করছে এছাড়াও তারা বীজ আলুর সাথে সাধারণ আলু মিশিয়ে বিক্রয় করছে ফলে কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই তথ্য পাওয়ার প্রেক্ষিতে আনোয়ার হোসেন ও শাহীন রাসেল আবারো তথ্য আবেদন করেন এবং জানতে চান যে- সরাসরি কৃষকের কাছে আলুর বীজ দেওয়া হয় না কেন? এই আবেদনের ফলে বিএডিসি নতুন করে সিদ্ধান্ত নেন এবং সরাসরি ১৫০ জন কৃষকের মাঝে ২০ টন আলু বীজ নির্ধারিত বিক্রয় মূল্যে বিতরণ করবেন। এই সময় কিছু ডিলার/দালালচক্র বীজ পাওয়ার দাবি করে এমনকি উপজেলা চেয়ারম্যান ডিলার/দালালচক্র কে বীজ দেয়ার জন্য উপজেলা কৃষি অফিসারকে আদেশ বরেন। কিন্তু বিএডিসি কোনভাবেই তাদেরকে বীজ দিতে রাজি হননি। একের পর এক তথ্য আবেদনের ফলে দিনাজপুর সদর উপজেলার কৃষকরা এখন ন্যায্যমূল্যে বীজ পাচ্ছেন।

থথ্য আবেদনের ফলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এ্যানোয়াল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এডিপি)’র অর্থায়নে ড্রেন নির্মাণের অনিয়ন্ত্রিত প্রেরণে এলো

রংপুর জেলার তারাগঞ্জ উপজেলায় এ্যানোয়াল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম(এডিপি)’র অর্থায়নে প্রকল্প বাস্তবায়ন খরচ দেখানো হয়েছে কিন্তু কোথায় প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে তার সুনির্দিষ্ট ভাবে স্থান উল্লেখ নেই। রংপুর জেলার তারাগঞ্জ উপজেলার মিমিনুল ইসলাম সরকার তারাগঞ্জ উপজেলা স্থানীয় সরকার প্রকৌশলী’র কাছে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে তথ্য চেয়ে আবেদন বরেন। মিমিনুল ইসলাম সরকার জানতে চান- ২০১৬ সাল হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত এ্যানোয়াল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এডিপি)’র অর্থায়নে কি কি কাজ করা হয় তার তালিকা, বিল ভাউচার ও প্লান ইস্টিমেটের কপি পেতে চাই। এই আবেদনের প্রেক্ষিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য প্রদান করেন। তথ্য হাতে পেয়ে মিমিনুল ইসলাম দেখতে পান যে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে তার এলাকায় ৫ নং সয়ার ইউনিয়ন মসজিদ হতে মাস্টারের বাড়ি পর্যন্ত ড্রেন নির্মান” নামক প্রকল্পে দুই লক্ষ টাকার একটি প্রকল্প খরচ দেখানো হয়েছে। কিন্তু প্রকল্প কোথায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে তার সুনির্দিষ্ট ভাবে স্থান উল্লেখ করা হয়নি। শুধু বলা হয়েছে ৫ নং সয়ার ইউনিয়ন মসজিদ হতে মাস্টারের বাড়ি পর্যন্ত ড্রেন নির্মান। কিন্তু ইউনিয়নের আশেপাশে কোন মসজিদ নেই আবার কোনো মাস্টারের বাড়িও নেই। তিনি তথ্য যাচাই করে আরোও জানতে পারেন, যে ড্রেন নির্মান না করে টাকা আত্মাং করা হয়েছে। এছাড়া তিনি প্রকল্পের প্রদেয় বিল ভাউচার যাচাই করে দেখেন যে এই ড্রেন নির্মানে মিনি ফ্যান, সুইচ, রেগুলেটর ও তার ইত্যাদির বিল ভাউচার দেখানো হয়েছে। স্থান উল্লেখ না করে প্রকল্প প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন করা যায় কিনা এবং ড্রেন নির্মানে মিনি ফ্যান, সুইচ, রেগুলেটর ও তার ইত্যাদির প্রয়োজন হয় কিনা এমন প্রশ্ন এখন এলাকার সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে। এই প্রেক্ষিতে মিমিনুল ইসলাম সরকার উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন এবং তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন।

তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের ফলে উপজেলা কৃষি অফিসের তথ্য প্রদান ইটমিট্টে তথ্য প্রদান ব্যবস্থায় পরিবর্তন হলো

তথ্য প্রদানকারীর স্বাক্ষর ও অফিসিয়াল সীল যুক্ত তথ্য প্রদানের কথা আইনে বলা থাকলেও অনেক কর্তৃপক্ষই তা মানছেন না। আইন অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ যে তথ্য গুলো প্রদান করেন তার প্রতিটি পাতায় তথ্য প্রদানকারী স্বাক্ষর ও অফিসিয়াল সীল দিবেন, কিন্তু বাস্তবে অনেক কর্তৃপক্ষই এটা দেন না। রংপুর জেলার তারাগঞ্জ উপজেলার মমিনুল ইসলাম সরকার তারাগঞ্জ উপজেলা কৃষি অফিসে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে - কৃষি কার্ড ও প্রনোদনা প্রাপ্তদের তালিকা চেয়ে তথ্য আবেদন করেন। এই আবেদনের প্রেক্ষিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য প্রদান করেন। তিনি একটি ফরওয়ার্ডিংও প্রদান করেন কিন্তু সরবরাহকৃত তথ্যের পাতায় তথ্য অধিকার আইনের নিয়ম অনুযায়ী তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর/অফিসিয়াল সীল ছিল না। মমিনুল ইসলাম সরকার তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাকে সরবরাহকৃত তথ্যের প্রতিটি পাতায় স্বাক্ষর করার জন্য অনুরোধ করেন এবং বলেন যে তথ্য অধিকার আইন অনুসারে তথ্য প্রদান না করা হলে আমি তথ্য গ্রহণ করবো না। কিন্তু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তা দিতে অস্বীকার করলে এটা নিয়ে তাদের মধ্যে কথা কাটকাটি হয়। শেষ পর্যন্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ‘তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর অধীনে তথ্য সরবরাহ’ লিখে স্বাক্ষর করে অফিসিয়াল সীল প্রদান করতে বাধ্য হন। এরপর ঐ অফিসে একটি ‘তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ মোতাবেক তথ্য সরবরাহ করা হইয়াছে’ কম্পিউটারাইজড করা সীল তৈরি করা হয়েছে। তথ্য অধিকার কর্মীর সচেতনতা ও আপোষণীয় মনোভাবের কারণে তথ্য প্রদান ব্যবস্থায় পরিবর্তন এসেছে যা আইন করেও পরিবর্তন করা সম্ভব হয়নি।

অনেক সময় উপজেলা কৃষি অফিস গুলোতে কৃষকেরা তাদের ন্যায্য সেবা থেকে বাধিত হওয়ার পরেও তারা প্রতিবাদ করার সুযোগ পায়না। রংপুর জেলার তারাগঞ্জ উপজেলার মিমিনুল ইসলাম সরকার তারাগঞ্জ উপজেলা কৃষি অফিসে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে- কৃষি কার্ড ও প্রনোদনা প্রাপ্তদের নামের ছবিসহ তালিকা চেয়ে তথ্য আবেদন করেন। এই আবেদনের প্রেক্ষিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য প্রদান করেন। তথ্য পাওয়ার পর মিমিনুল ইসলাম তথ্যগুলো যাচাই করে দেখেন যে, একই ছবি বারবার ব্যবহার করা হয়েছে এবং অনিয়মের প্রমাণও রয়েছে। এরপর তিনি এই তথ্যের ভিত্তিতে আরো একটি তথ্য আবেদন করেন মিমিনুল ইসলাম জানতে চান যে, একই নাম ও ছবি বারবার কেন ব্যবহার করা হয়েছে তার কারণ কি এবং এখানে অনিয়ম হলে দায়ীদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে জানতে চাই। এই আবেদনের প্রেক্ষিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা লিখিতভাবে জবাব দেন যে, আপনার তথ্য আবেদনের প্রেক্ষিতে তদন্ত করে অনিয়ম ধরা পরেছে এবং এর সাথে জড়িত কর্মকর্তাকে তিরক্ষার করা হয়েছে এবং তিনি এমন আর করবেন না বলে অঙ্গীকার করেছেন। তথ্য অধিকার আইন দ্বারা একটি অনিয়ম অতি সহজ ও চমৎকার ভাবে বন্ধ হয়ে গেলো।

**তথ্য প্রাপ্তির আবেদন পাওয়ার ফলে তথ্য প্রদানকারী/
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ ও এর
প্রয়োগ সম্পর্কিত ধারণা স্পষ্ট হলো**

তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে এখনও জনগণ যেমন সচেতন নয়, অনেক সরকারি কর্মকর্তাগণও তেমনি সচেতন নন। অনেক সরকারি কর্মকর্তাগণের মধ্যে আইন সম্পর্কে ধারণা থাকলেও আইনের প্রয়োগ সম্পর্কিত ধারণা স্পষ্ট নয়। দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার তথ্য অধিকার কর্মী হারঞ্জুর রশিদ, উপজেলা এলজিইডি অফিসে তথ্য আবেদন করে জানতে চান যে, ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে নবাবগঞ্জ উপজেলায় কোন কোন রাস্তা নির্মাণ করা হবে। তথ্য আবেদন পাওয়ার পর প্রধান প্রকৌশলী হারঞ্জুর রশিদ কে ফোন করে বলেন- আমি এভাবে কখনও তথ্য আবেদন পাই নাই এবং কোন ফরমে, কিভাবে তথ্য দিতে হবে আমার জানা নেই। এরপর হারঞ্জুর রশিদ তথ্য অধিকার আইনের একটি বই তাকে দেন এবং তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা সোচি পড়ে সঠিক প্রক্রিয়া আবেদনের জবাব দেন। হারঞ্জুর রশীদের তথ্য আবেদনের ফলে একজন সরকারী কর্মকর্তাকে আইনটি সম্পর্কে অবহিত করা এবং আইনের প্রয়োগ সম্পর্কে শেখানোও হলো।



তথ্য আবেদনের সাথে সাথে ব্যবস্থা গ্রহণ: রাস্তা নির্মাণে সৃষ্টি
ধূলোবালি থেকে জনস্বাস্থ্যের জন্য ভূমিকা ও ক্ষতিপ্রেক্ষ করল
তথ্য অধিকার আইনের আবেদন।

গোবিন্দগঞ্জ-ঘোড়াঘাট-বিরামপুর-দিনাজপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের উন্নয়ন কাজ চলছিল। এই সময় রাস্তার দুইপাশের বাসিন্দাদের রাস্তা মেরামতে সৃষ্টি ধূলায় অতিষ্ঠ করে তুলছিল এবং বিষয়টি জনস্বাস্থ্যের জন্য ভূমিকা স্বরূপ ছিল। এই বিষয়ে দিনাজপুরের শিক্ষা নবীশ আইনজীবী মোসাদ্দেকুল ইসলাম মুকুল উপজেলা প্রকৌশলীর অফিস বরাবর তথ্য আবেদন করে জানতে চান যে, জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ধূলিকণা যা রাস্তা উন্নয়ন কার্যক্রম হতে সৃষ্টি হচ্ছে এই সমস্যা সমাধানে প্রকল্পের কি ব্যবস্থা আছে এবং তা কার্যকর করার জন্য কি কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এই আবেদনের প্রেক্ষিতে উপজেলা প্রকৌশলী নিয়োগকৃত ঠিকাদারকে ধূলিকণা সৃষ্টি হওয়া বন্ধ করতে পানি দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন এবং সকাল-বিকাল দুই বার নির্মানাধীন রাস্তায় পানি ছিটানোর ব্যবস্থা করেন, যার ফলে বর্তমানে ধূলোবালি অনেক কমে যায়। পদক্ষেপ নেয়ার পর উপজেলা প্রকৌশলী এই আবেদনের জবাবও দিয়েছেন। তথ্য অধিকার আইন হাজার হাজার মানুষকে স্বাস্থ্যবুক্কিং হাত থেকে রেহায় দিলো।

একটি মাত্র তথ্য আবেদনের মাধ্যমে সরকারী কর্মকর্তা সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনে বাধ্য হলো

অনেক সময় উপজেলা কৃষি অফিস গুলোতে ক্ষকেরা তাদের ন্যায্য সেবা থেকে বাধিত হওয়ার পরেও তারা প্রতিবাদ করার সুযোগ পান না। রংপুর জেলার তারাগঞ্জ উপজেলার মমিনুল ইসলাম সরকার তারাগঞ্জ উপজেলা কৃষি অফিসে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে- কৃষি কার্ড ও করোনা প্রনোদনা প্রাপ্তদের নামের ছবিসহ তালিকা চেয়ে তথ্য আবেদন করেন। এই আবেদনের প্রেক্ষিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য প্রদান করেন। তথ্য পাওয়ার পর মমিনুল ইসলাম তথ্যগুলো যাচাই করে দেখেন যে, একই ছবি বারবার ব্যবহার করা হয়েছে এবং অনিয়মের প্রমাণও তিনি পান। এরপর তিনি এই তথ্যের ভিত্তিতে আরো একটি তথ্য আবেদন করেন জানতে চান যে, একই নাম ও ছবি বারবার কেন ব্যবহার করা হয়েছে তার কারণ কি এবং এখানে অনিয়ম হলে দায়ীদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে জানতে চাই। এই আবেদনের প্রেক্ষিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা লিখিতভাবে জবাব দেন যে, আপনার তথ্য আবেদনের প্রেক্ষিতে তদন্ত করে অনিয়ম ধরা পরেছে এবং এর সাথে জড়িত কর্মকর্তাকে তিরক্ষার করা হয়েছে এবং তিনি এমন আর করবেন না বলে অঙ্গীকার করেছেন। তথ্য অধিকার আইন দ্বারা একটি অনিয়ম অতি সহজ ও চমৎকার ভাবে বন্ধ হয়ে গেছে।



দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার বারোকোনা আদিবাসী গ্রাম, যে গ্রামে প্রায় ৫০০ শত আদিবাসী সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর লোক বসবাস করে। এই গ্রামের সাথে লাগানো বারোকোনা কারেন্টের হাট নামক বাজারে অনেকগুলো খাবারের হোটেল আছে যেগুলো পরিচালনা করে স্থানীয় বাঙালীরা। এই হোটেলগুলোতে আদিবাসীদের প্রবেশ করতে দেওয়া হতো না। দুই-একটি হোটেলে চা বা পানি খেতে দিলেও তাদের জন্য আলাদা চায়ের কাপ বা পানির গ্লাসে করে খেতে দেয়া হতো। ঐ বাজারে এ বিষয়টি নিয়ে বেশ কয়েকবার হোটেল পরিচালনাকারী ও আদিবাসীদের মধ্যে বাগড়া বিবাদ ও হয়েছে এমনকি আদিবাসীদেরকে মারধর করে হোটেল থেকে বের করেও দেওয়া হয়েছে। এরপর স্থানীয় আদিবাসীরা তথ্য অধিকার কর্মী দলের সাথে আলোচনা করে এই বিষয়ে তথ্য আবেদন করার সিদ্ধান্ত নেন। আদিবাসীগণ বারোকোনা, পার্বতীপুর হতে ৪ টি এবং আমরাকাঠাল, নবাবগঞ্জ হতে ৪ টি তথ্য আবেদন মানবাধিকার কমিশনের সচিব, বরাবর পাঠান। তারা জানতে চান - দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার বারোকোনা বাজারের হোটেলগুলোতে আদিবাসীদের চুক্তে দেওয়া হয় না এমনকি পানির গ্লাসও ব্যবহার করতে দেওয়া হয়না। এই বিষয়ে মানবাধিকার কমিশনের করনীয় কি জানতে চাই। এই আবেদনের প্রেক্ষিতে কমিশন হতে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে তথ্য আবেদনের জবাব আসে যাতে কিছু পজিটিভ বিষয় উল্লেখযোগ্য। এই জবাবে তথ্য কমিশন স্বীকার করেছে এই রকম বৈষম্য চরম মানবাধিকার লংঘন; এই লংঘন প্রতিরোধ করার দায়িত্ব মানবাধিকার কমিশনের। সমস্যার সমাধানের জন্য কমিশন হতে কিছু দিক নির্দেশনা ও দেওয়া হয়েছে এবং স্থানীয় প্রশাসনের সাথে কথাও বলেছেন এই ব্যাপারে বলে চিঠিতে উল্লেখ করেছেন। এই আইনটি অধিকার আদায় করার ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের সমস্যা সমাধানে কার্যকরী ভূমিকা রাখে।

তথ্য প্রদান না করার জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করার বিষয় থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীরা তাদের তথাকথিত মনোভাব হতে এখনো বের হতে পারেননি। দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার তথ্য অধিকার কর্মী দলের সদস্য মোঃ মতিয়ার রহমান নবাবগঞ্জ উপজেলা মৎস্য সম্পদ কর্মকর্তার কার্যালয়ে তথ্য আবেদন করে জানতে চান যে, দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলায়, (১) ধান ক্ষেতে মাছ চাষ প্রকল্পের নীতিমালা পেতে চাই; (১,ক) দিনাজপুর জেলায় নবাবগঞ্জ উপজেলায় ২০১৮ সালে ধান ক্ষেতে মাছ চাষ প্রকল্পে যুক্ত মাছ চাষীর সংখ্যাসহ নামের তালিকা পেতে চাই এবং তাদের নির্বাচন করার সিদ্ধান্তের কপি পেতে চাই; (১,খ) দিনাজপুর জেলায় নবাবগঞ্জ উপজেলায় ২০১৮ সালে ধান ক্ষেতে মাছ চাষ প্রকল্পের বরাদ্দের পরিমান জানতে চাই এবং বরাদ্দের ব্যয় সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের কপি পেতে চাই। তার আবেদনের প্রেক্ষিতে উপজেলা মৎস্য সম্পদ কর্মকর্তা তথ্য প্রদানের অপারগতা প্রকাশের স্বাক্ষরিত নোটিশ প্রদান করেন যাতে বলা হয় অর্থ আইনে তথ্য নিতে হলে নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। তিনি সেখানে ১৫০ টাকা তথ্য ফি এবং ১০০ টাকা অনির্ধারিত কুরিয়ার বিল জমা দিতে বলেন। যদিও ১০০ টাকা অনির্ধারিত ফি নেওয়ার বিধান আইনে নেই। আবার অর্থ আইন বলেও তথ্য অধিকার আইনে কিছু নেই এবং তথ্য প্রদানের অপারগতা প্রকাশ করে একই চিঠিতে উনি ফি জমা দিতে বলেছেন। তাছাড়া কোন নম্বরে ফি জমা দিতে হবে স্টোও ইচ্ছাকৃতভাবেই উল্লেখ করেন নি। এগুলো মতিয়ার রহমানের কাছে দিখা তৈরি করেছিল এবং তা প্রমান করে যে তিনি তথ্য না দেওয়ার জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করছেন। তারপরেও মতিয়ার রহমান তথ্য পাওয়ার জন্য দ্রুততার সাথে নির্ধারিত নম্বরে (১-৩৩০১-০০১-১৮০৭) সরকারী কোষাগারে ২৫০ টাকা জমা দেন। ফি জমা দানের রশিদের ফটোকপিসহ তিনি একটি ফরওয়াড়িং চিঠি পাঠান কর্মকর্তার বরাবর। ফি জমা দানের রশিদ সংক্রান্ত চিঠি পেয়ে তিনি আবার ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে মতিয়ার রহমানকে পুনঃরায় চিঠি পাঠান এই মর্মে যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবরে ফি জমা দিতে হবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তথ্য না দেওয়ার জন্য বিভিন্ন কৌশলের ফলে মিঃ রহমান নিরূপায় হয়ে আপীল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার ডারকামারী গ্রামের তথ্য অধিকার কর্মী শেফালী বাস্কে উপজেলা কৃষি অফিসে তথ্য চেয়ে আবেদন করেন - দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলায় জৈব সার তৈরি ও এই ব্যপারে কৃষকদের সহায়তায় কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তা জানতে চাই। এই আবেদন পেয়ে উপজেলা কৃষি অফিসার শেফালী বাস্কে কে অফিসে ডেকে নিয়ে ভূমকি দেন এবং বলেন তোমাকে কোন তথ্য দেয়া যাবে না তোমার যা করার থাকে করো। এই সময় শেফালী বাস্কে বলেন ঠিক আছে আমি আইনের মাধ্যমেই তথ্য নিবো এবং আপনাকে তথ্য প্রদানে বাধ্য করবো। তারপর আইনে নির্ধারিত সময় পার হয়ে গেলে তথ্য না পেয়ে শেফালী বাস্কে জেলা কৃষি অফিসার শেফালী বাস্কের বাড়ীতে এসে তথ্য দিয়ে যান এবং বলেন আইনটির গুরুত্ব আছে আর তুমি সঠিকভাবে আইনটি মেনে চলেছো এই জন্য তোমাকে এবং যে এনজিও তোমাকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে তাদেরকে ধন্যবাদ।



তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহারের ফলে দীর্ঘ দীনের পরিষেশ বিপর্যয়ের সমস্যা পৌরসভা কর্তৃপক্ষের নজরে এলো এবং সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করল

দিনাজপুরের মাতা সাগরের পাশে পৌরসভার সমন্ত ময়লা আবর্জনা ফেলা হতো। ফলে এই এলাকায় বিশাল ময়লার স্তপ সৃষ্টি হয়েছিলো এবং তা থেকে সৃষ্টি দুর্গন্ধ এলাকার মানুষকে অতিষ্ঠ করে তুলছিল এবং সেখান থেকে সৃষ্টি মশা-মাছি আশেপাশের বসতি এবং মাতা সাগরে মার্কেটের দোকানগুলোতে মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে ফেলে দিয়েছিল। এই প্রেক্ষাপটে চিরির বন্দর মহিলা ডিগি কলেজের প্রভাষক, নওশাদ এবং তথ্য অধিকার কর্মী দলের সদস্য উপজেলা স্থানীয় সরকার প্রকৌশলীর অফিস, দিনাজপুর পরিবেশ অধিদপ্তর ও জেলা প্রশাসক বরাবর তথ্য চেয়ে একাধিক আবেদন করেন। দিনাজপুর পরিবেশ অধিদপ্তরের তথ্য আবেদন করে কোন জবাব না পেয়ে রংপুরে অবস্থিত তাদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের প্রেক্ষিতে রংপুর হতে পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ স্থান পরিদর্শন করতে আসেন এবং তথ্য আবেদনকারীদের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। আলাপকালে তারা বলেন এই বিষয় দেখার দায়িত্ব পৌরসভার। আবেদন করীরা বলেন-পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে এটা পরিবেশ অধিদপ্তরের দেখার দায়িত্ব আর সেই প্রেক্ষিতেই পরিবেশ অধিদপ্তরে তথ্য আবেদন করা হয়েছে। এরপর তারা তথ্যের জবাব প্রদানের নির্দেশ প্রদান করেন। অপরদিকে দিনাজপুর পৌরসভার কাছে করা তথ্য আবেদনের কোন জবাব না পেয়ে মেয়রের কাছে আপীল করা হয়। এরপর পৌরসভা দুটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন- ক) মশা-মাছি নিধনের জন্য ময়লাস্ত্রপে মশা নাশক স্প্রে করেন যা এ যাবতকালে প্রথম এবং আশেপাশের দোকান ও এলাকার মানুষকে বলেন কেউ জিজেস করলে বলবেন মশা-মাছি নিধনের জন্য স্প্রে করা হয়েছে, এছাড়া তারা বলেছেন পৌরসভা এই সমস্যার জন্য বিকল্প চিন্তা করছে এই জমি অধিগ্রহণ বাতিল করে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার, খ) পচন ও দুর্গন্ধ দূর করার জন্য আগুন দিয়ে ময়লা পোড়ানোর ব্যবস্থা করেন যেটা অবশ্য পরিবেশের জন্য আরেক ধরনের ক্ষতি। তথ্য আবেদনের ফলে আইনের ধারা অনুসারে, তথ্য প্রদান করতে বাধ্য হচ্ছেন একই সাথে সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্নভাবে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে যেহেতু অধিক তথ্য আবেদন কর্তৃপক্ষের সামনে জানান দেয় জনগণ জেগে আছে এবং এই বিষয়ে জনগণ সচেতন এবং তারা বিভিন্ন যৌক্তিক পদক্ষেপ নিচ্ছেন। এই বিষয়ে ৬০-৭০ টি তথ্য আবেদন করা হয়েছে পৌরসভা, পরিবেশ অধিদপ্তর এবং জেলা প্রশাসকের কাছে। জেলা প্রশাসকের কাছে তথ্য আবেদনের জবাবও প্রদান করেছেন যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে তথ্য আবেদন করার অনুরোধ জানিয়ে।

রংপুর জেলার তারাগঞ্জ উপজেলার ছোট দোলা পাড়া গ্রামের কৃষক ইউনুস আলী তারাগঞ্জের বুড়িরহাট শাখার আশা এনজিও হতে ৯০,০০০ টাকা লোন নেন এবং তা দিয়ে গ্রামে গ্রামে গিয়ে ধান কিনে বাজারে বিক্রয় করতেন এবং মাসিক কিস্তিতে তা শোধ করতেন কিন্তু শেষের ২৮০০০ টাকার কিস্তি দিতে পারছিলেন না বন্যার কারণে ব্যবসায় ক্ষতি হওয়ার ফলে। পরে তিনি অফিসে গিয়ে দেখা করে মাসে ২০০০ টাকা কিস্তি করিয়ে দেওয়ার অনুরোধ জানান কিন্তু তাতে রাজি না হয়ে ইউনুস আলীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন এনজিও কর্মকর্তা। এরপর তিনি স্থানীয় ইউপি মেম্বার এর শরণাপন্ন হন মামলা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য কিন্তু মেম্বার সেটা মিমাংসা করতে ব্যর্থ হলে কৃষক ইউনুস আলী মামলার ভয়ে পালিয়ে ঢাকায় গিয়ে রিকশা চালিয়ে জীবন যাপন শুরু করেন। এরপর মেম্বার মিমিনুল সরকার আশা বুড়িরহাট শাখা ম্যানেজার উজির ই আজম এর বরাবর একটি তথ্য আবেদন করেন সেখানে তিনি জানতে চান (ক) খণ্ড প্রদানের নীতিমালার ফটোকপি পেতে চাই (খ) খণ্ড প্রদানের নীতিমালা কোন নীতি ভঙ্গ হলে গ্রাহকের বিরুদ্ধে মামলা হয় জানতে চাই (গ) লোন দেওয়ার সময় ফাঁকা চেক নেওয়ার বিধান আছে কি না জানতে চাই। তিনি প্রথমে এটি হাতে হাতে জমা দিতে অফিসে যান কিন্তু ম্যানেজার তা গ্রহণ করেননি এবং বলে দেন আমরা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এই আইনের আওতায় আমরা পড়ি না। আপনি যা খুশি তা করতে পারেন। এরপর তিনি পোস্ট এর মাধ্যমে আবেদন করেন এবং তার কোন উভার না পাওয়ার ফলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আপীল করেন। আপীলেও কোন জবাব না পাওয়ায় তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন। এই প্রেক্ষিতে ১০ ফেব্রুয়ারী, ২০২১ তথ্য কমিশন শুনানী করে তথ্য প্রদান করার নির্দেশ দেন এবং নীতিমালা তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে বলেন। শুনানীর সময় ম্যানেজার আবারও বলার চেষ্টা করেন যে তারা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান তাই তারা এই আইনের আওতায় পড়েন না এতে তথ্য কমিশন ক্ষিপ্ত হন। এই শুনানী ও আদেশের পরে আশা বুড়িরহাট শাখার ম্যানেজারকে শোকজ করা হয়েছে গ্রাহক ইউনুস আলীর বিরুদ্ধে কি কি কারনে মামলা করা হয়েছে এই কারণ জানতে চাওয়া হয়। এছাড়া রংপুর ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার, তারাগঞ্জ উপজেলা ম্যানেজার এবং ইউনিয়ন ম্যানেজার মেম্বার মিমিনুল সরকারের কাছে গিয়ে জানান যে, কৃষক ইউনিয়নের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করা হবে এবং গ্রাহক ইউনিয়নের সুবিধামত বাকী টাকা পরিশোধ করার ব্যবস্থা তারা করবেন। আরও বলেন, ভাই আর বামেলা করবেন না। কারন হিসাবে মেম্বার জানান বেশীর ভাগ লোনই নীতিমালা মেনে দেওয়া হয় না, আবার ফাঁকা চেক নিয়ে লোন দেওয়ারও আইনগত বিধান নাই এবং কৃষক ইউনিয়নের উপর যে মামলা করা হয়েছে সেটাও নীতিমালার মধ্যে পড়েনি বা নীতিমালা মেনে করা হয়নি কারন তিনি সেখানে গিয়েছিলেন সমস্যার কথা বলেছিলেন কম পরিমাণ কিস্তিতে শোধ করবেন বলে আবেদনও করেছিলেন। কৃষক ঢাকা থেকে আসলে মামলা প্রত্যাহার করার প্রক্রিয়া শুরু হবে বলে উভয় পক্ষে সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত হয়েছে।

দিনাজপুরের শহরে এবং শহরের আশপাশের রাস্তাগুলোতে ট্রাকটর চালিত ট্রলি বে-আইনিভাবে চলাচল করতো যেগুলো কৃষি জমি চাষের জন্য আমদানী করা হয়ে থাকে কিন্তু এগুলো রাস্তায় মালামাল আনা নেওয়ার কাজে ব্যবহার করা হতো। এই যানগুলোর তেমন কার্যকর ব্রেক সিস্টেম নাই, ট্রাকটরের সাথে হেড লাইট থাকলেও এর সাথে যুক্ত করা ট্রলিতে লাইট/সিগনাল লাইট নাই ফলে রাতে এবং দিনে অন্য প্রাত হতে আসা যানবাহন এদেরকে দেখতে বা বুবাতে পারে না। আবার এসব গাড়ীর চালকের কোন ড্রাইভিং লাইসেন্সও নাই। ট্রাফিক অফিসে নির্দিষ্ট হারে মাসিক বা দিন চুক্তিতে মাসোহারা টাকা দিয়ে এগুলো রাস্তায় চলতো। এসব অবৈধ যানের কারনে রাস্তায় দৃঘটনার পরিমাণ অনেক বেড়েছিল। পথচারী এবং অন্যান্য যানবাহন এদের কারনে অতিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিল। বিশেষ করে গত দুই সপ্তাহে দিনাজপুরে ট্রাকটরের সাথে পৃথক পৃথক দুর্ঘটনার ফলে ৫ জন মানুষ মারা গেছে। এই প্রেক্ষিতে দিনাজপুরের তথ্য অধিকার কর্মী ও শিক্ষা নবিশ আইনজীবী সামিউল আলম জেলা ট্রাফিক পুলিশের কাছে -ট্রাকটর গুলো রাস্তায় চলছে এর কোন অনুমোদন আছে কি না যদি না থাকে তাহলে কোন নীতিমালা মেনে চলছে জানতে চাই” মর্মে তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। আবেদন পেয়ে ট্রাফিক ইঙ্গেলের সামিউলকে ফোন করে বলেন আসেন চা খাই পরে আলোচনা করি। কিন্তু সামিউল আলম বলেন চা খাওয়ার দরকার নাই আপনি তথ্য দেন। তারপর তিনি বলেন এগুলো চলাচলের কোন অনুমোদন নাই এবং কোন নীতিমালা মেনেও চলে না তবে আমরা মনে হলে দুই একটাকে ধরে জরিমানা করি। কিন্তু অবৈধ যানচল তো বন্ধ হচ্ছে না এবং মানুষ মারা যাচ্ছে, সামিউল আলম প্রশ্ন করলে তিনি বলেন একটা নিয়ম করা হয়েছিল যে, সকাল ৮ হতে রাত্রি ১০টার সময় শহরে এগুলো চলাচল করবে না। কিন্তু কার্যকর করা হয়নি আগামী মিটিংয়ে এই এজেন্ডা তুলে কার্যকর করা যাবে। দিনাজপুরের তথ্য অধিকার কর্মীর একটি প্রতিনিধি দল ট্রাফিক পুলিশের সাথে মিটিং করে আইন শৃঙ্খলা মিটিংয়ে অবৈধ ট্রাকটর বন্ধ ও সকাল ৮ হতে রাত্রি ১০টার সময় শহরে এগুলো চলাচল বন্ধ রাখার কথাটি বললে তারা তা কার্যকরের পদক্ষেপ নেবেন বলে জানান। তারপর আবারও ফলোআপ তথ্য আবেদন করা হয় যে, আগামী আইন শৃঙ্খলা মিটিং এ কি কি এজেন্ডা নিয়ে আলোচনা হবে এবং সকাল ৮ হতে রাত্রি ১০টার সময় শহরে এগুলো চলাচল বন্ধ থাকার প্রজ্ঞাপন কেন কার্যকর করা হচ্ছে না জানতে চাই। এবং সর্বশেষ তারা অবৈধ যান চলালের জন্য অভিযান শুরু করেন এবং সকাল ৮ হতে রাত্রি ১০টার সময় শহরে এগুলো চলাচল বন্ধ থাকার প্রজ্ঞাপন কার্যকর করেন। একই সময় ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা বিভিন্ন মোড়ে অননুমোদিত যানবাহন চলাচলের বিধিনিষেধ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি বুলিয়ে দিয়েছেন। তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের ফলে ট্রাফিক পুলিশ বাধ্য হয়েছে সড়ক পরিবহন আইন সকাল ৮ হতে রাত্রি ১০টার সময় শহরে ট্রাকটর, ট্রাক ও অন্যান্য মালবাহী যান চলাচল বন্ধ রাখার প্রজ্ঞাপন কার্যকর ও বাস্তবায়ন করতে।

করোনা ভাইরাসের কারনে দেশের অর্থনৈতিক খাত যে ক্ষতির শিকার হয়েছে তা কাটাতে নিম্ন আয়ের মানুষকে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে করোনাকালীন জরুরি সেবা হিসেবে প্রণোদনা দেয়া হয়েছে। রংপুর জেলার তারাগঞ্জ উপজেলার ৫ নং সংস্থার ইউনিয়নের কিছু মানুষ সরকারের এই (২৫০০ টাকা) প্রণোদনা প্যাকেজে নাম থাকলেও তারা টাকা পাননি এমন অভিযোগ করেন। মিনিল সরকার এ বিষয়টি লক্ষ্য করেন এবং সচিব, ৫ নং সংস্থার ইউনিয়ন পরিষদ বরাবর তথ্য আবেদন করে জানতে চান - সাধারণ মানুষদের জন্য করোনা প্রণোদনা যারা পেয়েছেন তার তালিকা পেতে চাই। আবেদনের প্রেক্ষিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃকর্তা যারা টাকা পেয়েছেন তাদের তালিকা দেন। তালিকা যাচাই করে দেখা যায় তালিকাতে নাম আছে এবং যে মোবাইলে টাকা পাঠানো আছে তাও ঠিক আছে কিন্তু তালিকার মধ্যে কিছু লোক টাকা পেয়েছেন আবার অনেকেই টাকা পাননি। এরপর তিনি এই বিষয়ে প্রতিকার চেয়ে স্থানীয় উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন। মোবাইলের মাধ্যমে টাকা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু টাকাগুলো কোথায় পাঠানো হলো এবং কারা পেল এমন প্রশ্ন সকলের কাছে। আশা করি তথ্য আবেদনের মাধ্যমে আমরা এই প্রশ্নের সঠিক জবাব পাবো।



সরকারী অর্থে পরিচালিত উন্নয়ন প্রকল্পগুলোতে বরাদ্ব অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন হয়ন। বিষয়টি রংপুর জেলার তারাগঞ্জ উপজেলার সাংবাদিক খাইরুল আলম ও বিপ্লব সরকার এর নজরে আসে এবং উপজেলা পরিচালন উন্নয়ন প্রকল্প অফিস বরাবর তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। খাইরুল আলম ও বিপ্লব সরকার জানতে চান যে, (১) ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে এই প্রকল্পে নারীর প্রতি যৌন হয়রানি ও সহিংসতা প্রতিরোধে উপজেলা ব্যাপী ছাত্রীদের মাঝে সচেতনতামূলক কর্মশালায় যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করেছিল তাদের তালিকা ও উক্ত কর্মশালায় যে বরাদ্ব দেওয়া হয়েছিল তার খরচের বিল ভাউচার পেতে চাই, (২) তারাগঞ্জে দুষ্ট্য মহিলাদের সেলাই প্রশিক্ষনের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষনে কতজন অংশগ্রহণ করেছিল তাদের তালিকা পেতে চাই এবং প্রশিক্ষণ ব্যায়ের বিল ভাউচার পেতে চাই, (৩) প্রকল্প পরিচালনা কারী প্রতিষ্ঠানগুলোর তালিকা এবং কোন প্রতিষ্ঠানে কতটি উচু-নিচু বেঞ্চের বিল-ভাউচার পেতে চাই, (৪) উক্ত প্রকল্পের ২০ টি উচু-নিচু বেঞ্চের বিল-ভাউচার পেতে চাই। বেঞ্চ তৈরির বাজেট ও তার ক্রয়ের বিস্তারিত ভাউচার দেখতে চাই। তথ্য আবেদনের জবাবে বলা হয়, এই খাতের বাজেট ৪২০টি ব্রেঙ্গের জন্য ৩৯ লক্ষ টাকা বাজেট এবং ভাউচার গুলো জমা না দেওয়ার কারণে দেওয়া সম্ভব হল না। তথ্যগুলো পর্যালোচনা করে তারা দেখেন যে প্রতিটি ব্রেঙ্গের বাজার মূল্যের চেয়ে অনেক বেশি দামে কেনা হয়েছে। ভাউচার না দেখানোর কারণ হিসাবেও মনে করা হয় এখানে অন্য আরও অনিয়ম রয়েছে। এই প্রেক্ষিতে পুনরায় তথ্য আবেদন করার সিদ্ধান্ত নেন বিপ্লব সরকার। তিনি আরো জানতে চান যে, (ক) কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির মাধ্যমে এই কাজটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং তার কার্যাদেশ (ওয়ার্ক অর্ডার) পেতে চাই (খ) ২০১৮-১৯ কার্যক্রম শেষ হলেও এতোদিন ভাউচার জমা না দেওয়ার কারণ কি জানতে চাই, (গ) এতোদিনেও ভাউচার জমা না দেওয়ার কারণে তার বিরুদ্ধে কি কি আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে জানতে চাই, (ঘ) কোন কোন কর্মকর্তা এই প্রকল্পের সাথে যুক্ত ছিলেন তাদের নাম ও পদবী পেতে চাই। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্ত না পেলে আপিল আবেদন ও অভিযোগ দায়ের করা হবে। আসলে তথ্য অধিকার আইনটা একবার প্রয়োগ করে বসে থাকলে ব্যবস্থাপনায় কোন পরিবর্তন আসে না, এটার সাথে লেগে থাকতে হয়। লেগে থেকে সঠিক কৌশল প্রয়োগ করলেই কেবল পরিবর্তন সম্ভব এবং আইনটি কার্যকর করা সম্ভব হবে।

স্থানীয় মিডিসিপাল (পৌরসভা) কমিশনার হুক্মঙ্গি জনগনক্তে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারে অনুপ্রাণিত করলেন

দিনাজপুর জেলার রাজবাড়ী বটতলায় রাস্তার বে-ওয়ারিশ কুকুর এলাকার বাসিন্দা আঃ রহিমের চারটি ছাগলের বাচ্চা খেয়ে ফেলে। আঃ রহিম এর প্রতিকার চেয়ে দিনাজপুর পৌরসভার ৬ নং ওয়ার্ডের কমিশনার জাহাঙ্গীর আলমের কাছে বিচার চান। কমিশনার জাহাঙ্গীর আলম কোন প্রতিকার দিতে পারেননি। তিনি আঃ রহিম কে তথ্য অধিকার আইনের সহায়তা নেয়ার জন্য বলেন এবং তথ্য অধিকার কর্মীদের কাছে (দিনাজপুরের মাতাসাগরের পাশে নওশাদ ফার্মেসীতে স্থাপিত) তথ্য অধিকার সহায়তা কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেন। আঃ রহিম তথ্য অধিকার সহায়তা কেন্দ্রে এসে কমিশনার সাহেব পাঠিয়েছেন বলেন এবং তথ্য অধিকার কর্মীদের কে ঘটনাটি বিস্তারিত বলেন। তথ্য অধিকার কর্মীরা আঃ রহিমের ঘটনাটি শুনে একটি তথ্য আবেদন করতে পরামর্শ দেন এবং তৎক্ষনিকভাবে আঃ রহিম দিনাজপুর পৌরসভা বরাবর একটি তথ্য আবেদন করে জানতে চান- পৌরসভার রাস্তার রেওয়ারিশ কুকুর নিয়ন্ত্রণে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং এই কাজের পিছনে পৌরসভার কত টাকা বাজেট ধরা আছে এবং তার মধ্যে থেকে কত ব্যয় করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে যে দেশের নানা সমস্যার সমাধান করা সম্ভব তা সরকারি কর্মকর্তাগণও বুঝতে পারছেন।

দিনাজপুরের নবাবগঞ্জ উপজেলার দাউদপুর ইউনিয়নের মধ্যদিয়ে করতোয়া নদী প্রবাহিত হয়েছে। কিন্তু এই নদী প্রবাহের ফলে এই ইউনিয়নের সিরাজ ফকিরপাড়া গ্রামটি নদী ভাস্তরে মুখে পড়ে এবং তা বিলীন হতে থাকে। গত কয়েক বছর ধরেই ধারাবাহিক ভাস্তরে ফলে এই গ্রামের মানুষ আতঙ্কে রয়েছেন, এবং অনেকেই বাস্তুহারাও হয়েছেন। এলাকার মানুষ কয়েকবার আবেদনও করেছিলেন কিন্তু কর্তৃপক্ষ কোন পদক্ষেপ নেননি। এই প্রেক্ষিতে নবাবগঞ্জের (শিক্ষক, শ্রমিক নেতা ও ব্যবসায়ী) জামাল উদ্দিন, জয়নাল হোসেন, হামিদুল ইসলাম এবং শাহাদৎ হোসেন পানি উন্নয়ন বোর্ড, দিনাজপুর বরাবর তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। উনারা জানতে চেয়েছেন— করতোয়া নদীর সিরাজ ফকির পাড়া এলাকার ভাস্তর রোধে কি কি পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে, যারা বাস্তুহারা হয়েছেন তাদের পুনর্বাসনে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, এই স্থানে ভাস্তর রোধে পানি উন্নয়ন বোর্ডের সিদ্ধান্ত কি? বিগত ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর হতে প্রতি মাসেই উনারা এই বিষয়ে তথ্য আবেদন পাঠাতে থাকেন দিনাজপুর পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলীর কাছে। তথ্য আবেদনের জবাব না পেয়ে পানি উন্নয়ন বোর্ড রংপুর বিভাগীয় কার্যালয়ে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন পেয়ে বিষয়টি কর্তৃপক্ষের নজরে আসে এবং এলাকা পরিদর্শন করে ওই এলাকার ভাস্তর রোধে সাতাশ লক্ষ্য টাকা বরাদ্দ করেন বাঁধ মেরামতের জন্য। তথ্য অধিকার কর্মীগণ ধৈর্য্য সহকারে লেগে থাকলে সফলতা আসে এবং মানুষের জীবন ও জীবিকা রক্ষায় তথ্য অধিকার আইন কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

রংপুর জেলার তারাগঞ্জ উপজেলার তথ্য অধিকার কর্মী মিমিলু সরকারি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দণ্ডের তথ্য আবেদন করে সরকারি টাকার অপব্যবহার ও অনিয়মের তথ্য পান। এসব অনিয়মের প্রতিকার চেয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর আটটি অভিযোগ দায়ের করেন কিন্তু তিনি সেগুলোর কোন প্রতিকার করেননি বরং মিমিলু সরকারকে বিভিন্নভাবে হেয় ও দমিয়ে রাখার চেষ্টা করেন। এরপর তিনি উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বিরুদ্ধে দায়িত্বে অবহেলা ও যোগসাজসে অনিয়মের অভিযোগ করে জেলা প্রশাসক, রংপুর ও সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয় বরাবর লিখিত অভিযোগ করেন। লিখিত অভিযোগের পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি জেলা প্রশাসকের কার্য্যালয় ও জনপ্রসাশন মন্ত্রনালয়ে তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তিনি পূর্ণরায় জানতে চান তার লিখিত অভিযোগের ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এই তথ্য আবেদন পাওয়ার পর জেলা প্রশাসন ও মন্ত্রনালয় বিষয়টি আমলে নেন। তারা মিমিলু সরকারের সকল অভিযোগগুলো দেখেন এবং অভিযোগগুলো আমলে নেন এবং গত ৯ জুন, ২০২১ ইং তারিখে আনিত অভিযোগের প্রমানাদি সংক্রান্ত সকল ডকুমেন্টসহ জেলা প্রশাসকের কার্য্যালয়ে উপস্থিত হয়ে শুনানীতে অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হল মর্মে চিঠি পাঠান। মিমিলু সরকার শুনানীতে অংশগ্রহণ করে সকল প্রমানাদি উপস্থাপন করেন এবং শুনানীতে জানানো হয় যে, অনিয়মের অভিযোগের ব্যাপারে বর্তমানে পদক্ষেপ প্রক্রিয়াধীন।

তথ্য অধিকার আইনটির ব্যপকতা সাগরের মত বিশাল। বিভিন্নভাবে এর ব্যবহার ও প্রয়োগে জনগণ তাদের ন্যায্য অধিকার আদায় করে নিতে পারেন। তবে এর ব্যবহার ও প্রয়োগ জানতে হবে এবং একাধিতা থাকতে হবে।

দিনাজপুরের নবাবগঞ্জে জন্ম নিবন্ধনে অতিরিক্ত ফি নেওয়া হতো এবং সনদ পেতে জনগণকে ব্যপক হয়রানির স্বীকার হতে হতো। এই ব্যপারে স্থানীয় তথ্য অধিকার কর্মী ও সাংবাদিক হারুন উর রশিদ উপজেলা নিবাহী অফিসার এর কার্যালয়ে তথ্য আবেদন করে জানতে চান— জন্ম নিবন্ধনের সরকারী ফি কত এবং আবেদনের কত দিনের মধ্যে জন্ম নিবন্ধনের কার্ড পাওয়ার বিধান আছে জানতে চাই। এই আবেদন পাওয়ার সাথে সাথে উপজেলা নিবাহী অফিসার সকল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের নিয়ে মিটিং করেন এবং নির্দেশনা দেন যে সরকার নির্ধারিত ফি এর বাইরে কোন টাকা নেওয়া যাবে না এবং আবেদন করলে দ্রুততার সহিত জন্ম নিবন্ধনের কার্ড দিতে হবে। এবং তার আবেদনের জবাব দেওয়ার জন্য ৫ নং পুটিমারা ইউনিয়নের সচিবকে দায়িত্ব প্রদান করেন। এই মিটিং এর পর ৫ নং পুটিমারা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের সাথে হারুনুর রশিদের দেখা হলে তিনি বলেন আপনি তথ্য চেয়ে আবেদন করেছেন। সেটা ইউএনও মহোদয় আমাদেরকে জানিয়েছেন এবং দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশনা দিয়েছেন।



দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলার তথ্য অধিকার কর্মী মারফা আক্তার জেলা পুলিশ সুপারের কাছে তথ্য আবেদন করে জানতে চান যে, রাস্তায় অটোরিক্সা আটকিয়ে টাকা নেওয়ায় নীতিমালা ও আইন কি। অনেক অটোরিক্সা থানায় আটকিয়ে পরে টাকার বিনিময়ে ছেড়ে দেওয়া হয়, সেই টাকা নেওয়ার রশিদ প্রদান করা হয় না। তিনি আরও জানতে চান এই টাকা কোথায় জমা রাখা হয় এবং কোথায় ব্যয় করা হয়। এই আবেদনের পর জেলা পুলিশ সুপার বলেন জেলা ট্রাফিক পুলিশকে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। তিনি আরও বলেন- যদি আপনি কোন প্রমান জমা দেন তাহলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই আবেদনের পর দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলায় অবৈধভাবে টাকা নেওয়া বন্ধ হয়েছে।

সদর ও তালা উপজেলায় গঠিত তিটি তথ্য উদ্যোক্তা কমিটি ও চারটি গনগবেষণা দলের সদস্যদের সাথে প্রতিমাসে উঠান বৈঠক বাস্তবায়ন করে আসছে ন্যাশনাল সার্ভিসের কর্মীরা। এরই ধারাবাহিকতায় প্রতিমাসে গবেষণায় মিলিত হয়ে একটি দণ্ডরকে চিহ্নিত করে ঐ দণ্ডের তথ্য আবেদন করা হয়ে থাকে। ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মী শাহিনুর ইসলাম সদর উপজেলার যুব উন্নয়ন অফিসারের নিকট তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তিনি জানতে চেয়েছেন— সাতক্ষীরা জেলায় যুব উন্নয়ন অধিদণ্ডের অধীনে নিয়োগ প্রাপ্ত ন্যাশনাল সার্ভিসের আওতায় নিয়োগকৃত কর্মীদের বেকার ভাতা কত তারিখের মধ্যে প্রদান করা হয় তার তথ্য। উক্ত তথ্য আবেদন করার পরে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সবার নামে পত্র প্রেরন করে ব্যাংকে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে তথ্য মূল্য পরিশোধ করে তথ্য গ্রহনের অনুরোধ করেন। তথ্য মূল্য পরিশোধ করার পরে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য প্রদান করেন। পরবর্তীতে আবেদনের বিষয়ের উপরে ভিত্তি করে তাদের একমাসের বেতন প্রদান করেন। এরপর জেলা তথ্য উদ্যোক্তা দলের সভাপতি সহকারি প্রফেসর অমল বিশ্বাসের নেতৃত্বে নতুন কিছু তথ্য উদ্যোক্তা তৈরীর জন্য এক জরুরী সভার আয়োজন করা হয়। মোঃ শাহিনুর ইসলাম বলেন আপনারা উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসে তথ্য আবেদন করার পরে আমাদের সমস্ত কর্মীদের একমাসের বেতন পেতে সক্ষম হয়েছি। এখন আমরা সবাই মিলে আপনাদের সাথে তথ্য আবেদন করার চেষ্টা করবো।

নওগাঁ জেলার সাপাহার উপজেলা একটি বরেন্দ্র এলাকা। এই এলাকায় জলাশয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। বলতে গেলে কৃষি জলাশয়ের উপর নির্ভরশীল কারন পানির লেয়ার অনেক নিচে হওয়ার কারনে অগভীর নলকৃপগুলো পানি পায় না আবার গভীর নলকৃপ স্থাপনে অনেক খরচ হয় বিধায় মধ্যবিত্ত তথা গরীব কৃষক এগুলো ব্যবহার করতে পারে না। আবার উচু এলাকা হওয়াতেও নদী-নালা, খাল-বিল না থাকার কারনে মাছেরও সংকট আছে। তাই প্রাচীন কালে রাজাগণ তাদের প্রজাদের উন্নতি, কৃষি ও দৈনন্দিন কাজের জন্য অনেকগুলো জলাশয় বা পুরুর খনন করেন যা পরবর্তীতে জমিদারী পথা রহিত হলে খাস জলাশয়ে পরিনত হয়। এই খাস জলাশয়গুলো কিছু লোক ভূমি অফিসের সাথে যোগসাজেসে লীজ নিয়ে থাকে। সাপাহার উপজেলার হাফিজুল হক (সাংবাদিক) উপজেলা ভূমি অফিসে তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। নওগাঁ জেলার সাপাহার উপজেলার ৩ নং তিলনা ইউনিয়নে ২০১৮-২০১৯ সালে (জানুয়ারী, ২০১৯) পর্যন্ত কতটি সরকারী খাস পুরুর মৎস্যজীবি/মৎস্য চাষী বা জন সাধারণের মাঝে ইজারা বা বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে তার দাগ নং সহ তালিকা পেতে চাই। তার আবেদনের পর বিষয়টি নিয়ে সরকারের উচ্চ মহলে আলোচনা হয় এবং সিদ্ধান্ত হয় যে, খাস জলাশয় আর লীজ বা ইজারা দেওয়া হবে না। পার্শ্ববর্তী মানুষ বা পুরুর পাড়ে বসবাসরত মানুষ এটা ব্যবহার করবে। তথ্য আবেদনের ফলে সাধারণ মানুষের খাস জলাশয়ের উপর কর্তৃত প্রতিষ্ঠা হল।

